আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

"তারা আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে ডাকে তোমরা তাদের গালি দিও না"

সূরা আন'আম ৬: আয়াত ১০৮

وَ لَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًۢا
بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ۪ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ
فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٠٨﴾

(হে মুমিনগণ)! এরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে আহ্বান করে (ও ইবাদত করে) তোমরা গালাগালি করো না, তাহলে তারা অজ্ঞানতাবশতঃ বৈরীভাবে আল্লাহকেই গালাগালি দিতে শুরু করবে, আমি তো এরূপেই প্রতিটি জনগোষ্ঠীর জন্যে তাদের আমলকে চাকচিক্যময় করে দিয়েছি, শেষ পর্যন্ত তাদেরকে তাদের প্রভুর কাছে ফিরে যেতে হবে, তখন তারা যা কিছু করতো তা তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিবেন। (সূরা আন'আম ৬:১০৮)

ইবনে উমর (রা:) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: তোমাদের পূর্ববর্তী যুগের লোকদের মধ্যে তিনজন লোক ছিল. তারা পথ চলছিল। হঠাৎ তারা বৃষ্টির মধ্যে পরে গেল। তখন তারা এক গুহায় আশ্রয় নিলো। অমনি তাদের গুহার মুখ (একটি পাথর চাপা পরে) বন্ধ হয়ে গেল। তাদের একজন অন্যজনকে বলল, বন্ধুগণ ! আল্লাহর কসম ! এখন সত্য ছাড়া আর কিছুই তোমাদেরকে মুক্ত করতে পারবে না। কাজেই তোমাদের প্রত্যেকের সেই জিনিসের উসীলায় দোয়া করা উচিত যে, ব্যাপারে জানা আছে যে, এ কাজটিতে সে সত্যতা বহাল রেখেছে. তখন তাদের একজন (এই বলে) দো'আ করল: হে আল্লাহ! তুমি ভালো করেই জানো যে, আমার একজন মজদুর ছিল। সে এক ফারাক চালের বিনিময়ে আমার কাজ করে দিয়েছিল। পরে সে চলে গিয়েছিল এবং মজুরি নেয়নি। আমি তার মজুরি দিয়ে কিছু একটা করতে মনস্থ করলাম এবং কৃষি কাজে লাগালাম। এতে যা উৎপাদন হয়েছে, তার বিনিময়ে আমি একটি গাভী কিনলাম. অনেক দিন পর সে মজদুরটি আমার নিকট এসে তার মজুরি দাবি করল। আমি তাকে বললাম, এ গাভীটির দিকে তাকায় এবং তা হাঁকিয়ে নিয়ে যাও। সে জবাব দিল, ঠাট্টা করবেন না, আমার তো আপনার কাছে মাত্র এক ফারাক চালই পাওনা। আমি তাকে বললাম গাভীটি নিয়ে যাও। কেননা (তোমার) সেই এক ফারাক দ্বারা যা উৎপাদিত হয়েছে, তারই বিনিময়ে এটি খরিদ করা হয়েছে। তখন সে গাভীটি হাঁকিয়ে নিয়ে গেল। হে আল্লাহ তুমি মনে কর তা আমি একমাত্র তোমার ভয়েই করেছি, তাহলে আমাদের (গুহার মুখ) থেকে (এ পাথরটি) সরিয়ে দাও। অতঃপর পাথরটি কিছুটা সরে গেলো।

দ্বিতীয় যুবক দো'আ করল: হে আল্লাহ ! আপনি জানেন যে, আমার মা-বাপ খুব বৃদ্ধ ছিলেন। আমি প্রতি রাতে তাঁদের জন্য আমার ছাগলের দুধ নিয়ে তাঁদের নিকট যেতাম। ঘটনাক্রমে এক রাতে তাদের কাছে (দুধ নিয়ে) যেতে আমি দেরী করে ফেললাম। তারপর এমন সময় গেলাম, যখন তাঁরা দু'জনে ঘুমিয়ে পড়েছেন। এদিকে আমার সন্তানগুলো ক্ষুধায় ছটফট করছিল। আর আমার মাতা-পিতাকে দুধ পান না করান পর্যন্ত আমার ক্ষুধায় কাতর সন্তানদেরকে দুধ পান করাইনি। কেননা, তাদেরকে ঘুম হতে জাগানটি আমি পছন্দ করিনি। অপরদিকে তাদেরকে বাদ দিতেও ভাল লাগেনি। কারণ, এ দুধটুকু পান না করলে তাঁরা উভয়েই দুর্বল হয়ে যাবেন। তাই আমি (সারা রাত) ভোর হয়ে যাওয়া পর্যন্ত (তাদের জাগার) অপেক্ষা করেছিলাম। আপনি জানেন যে, এ কাজ আমি করেছি, একমাত্র আপনার ভয়ে, তাহলে আমাদের থেকে পাথরটি সরিয়ে দাও। অতঃপর পাথরটি তাদের হতে আরেকটু সরে গেল।

সর্বশেষ যুবক দো'আ করল: হে আল্লাহ! আপনি জানেন যে, আমার একটি চাচাত বোন ছিল। সবার চেয়ে সে আমার নিকট অধিক প্রিয় ছিল। আমি তার সঙ্গে (যৌনমিলনের) বাসনা করছিলাম। কিন্তু আমি তাকে একশ দ্বীনার না দেয়া পর্যন্ত সে রাজি হলো না। তখন আমি তা সংগ্রহে লেগে গেলাম। শেষ পর্যন্ত তা সংগ্রহে সক্ষম হলাম. তা নিয়ে তার নিকট আসলাম এবং এ একশ দ্বীনার তাকে দিয়ে দিলাম। অতঃপর সে নিজেই নিজেকে আমার নিকট সোপর্দ করল. আমি যখন তার দুই পায়ের মাঝে বসে পড়লাম তখন সে বলল, আল্লাহেক ভয় কর এবং (শরীয়তের বিধান মতে) অধিকার লাভ করা ছাড়া আমার কুমারীত্ব নষ্ট করো না। আমি তৎক্ষণাৎ উঠে গিয়েছিলাম ও একশ দ্বীনার ত্যাগ করেছিলাম। হে আল্লাহ্ ! আপনি জানেন যে, আমি প্রকৃতই আপনার ভয়ে তা করেছিলাম। তাহলে আমাদের থেকে পাথরটি সরিয়ে দাও। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের (গুহার মুখ) থেকে (এ পাথরটি) সরিয়ে দিলেন। অতঃপর তারা গুহা থেকে বেরিয়ে আসল। (বুখারী হাদিস নং ৩৪৬৫)

<u>বি:দ্র:</u> "কুরআনুল কারিম" প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ মুজিবুর রহমান কর্তৃক অনূদিত থেকে নেয়া.

আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

Click here http://www.morningbrightness.fi/